

■■ সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

হাদিস নাম্বারঃ ২৯৭১ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১২৭৭]

১৬। হজ্জ (حما باكذ)

পরিচ্ছেদঃ ৪৩. সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো (সাঈ) হজ্জের অন্যতম রুকন, এ ছাড়া হাজ শুদ্ধ হয় না

باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لاَ يَصِحُّ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ

আরবী

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، _ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، _ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدَّثُ عَنْ عُرُوْةَ بْنِ الزَّيْبِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم مَا أَرَى عَلَى أَحَد لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ شَيَئًا وَمَا أَبُالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا . قَالَتْ بِشِّ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهلًا لِمَتَاةَ الطَّاغِيةِ الَّتِي عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهلًا لِمِتَاةَ الطَّاغِيةِ الَّتِي بِالْمُسْلَلُ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمًا كَانَ مَنْ أَهلًا لاَمُ مَنْ قَائِزِلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلًا (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنزِلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلًا (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَوَّفَ بِهِمَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْهِ أَنْ لاَيُطُوفُ بَهِمَا . قَالَ الزُهْرِيُّ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْمُ الْعِلْمِ لَكُونُ بَنِ مِشَامٍ فَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرْبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَقُأْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ الْعَرْبِ اللَّهُ عَزَى وَجُلًا (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ الْعَلْمِ وَلَهُ لاَءِ مَوْلُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ الْمُنْوَةِ مَوْلُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ الْمُنْوَةِ وَقُولُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَالْرَالِهُ عَزْ وَجَلًا (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ الْمَالِيَ اللَّهُ عَزُ وَجَلًا (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ الْمَالِهُ مَا اللَّهُ عَزَلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَا اللَّهُ عَلَى الْمَلْوَةُ الْمَلْوَقُ مَا الْمَالِولَا اللَّه

বাংলা

২৯৭১-(২৬১/...) আমর আন নাকিদ ও ইবনু আবূ উমর (রহঃ) উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কে বললাম, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করলে এতে আমি দোষের কিছু দেখি না এবং আমি নিজেও এতদুভয়ের



মাঝে সাঈ বর্জন করায় কিছু মনে করি না। আয়িশাহ (রাযিঃ) বললেন, হে বোনপুত্র! তুমি যা বলেছ তা মন্দ বলেছ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাফা-মারওয়ার মাঝে) ত্বওয়াফ (তাওয়াফ/তওয়াফ) (সাঈ) করেছেন এবং মুসলিমরাও ত্বওয়াফ (তাওয়াফ/তওয়াফ) করেছে। অতএব তা সুন্নাত। যে সব লোক (জাহিলী যুগে) 'মুশাল্লাল' নামক স্থানে অবস্থিত নাফরমান মানাৎ দেবীর নামে ইহরাম বাঁধত, তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করত না।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, "সাফা-মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কাবাহ ঘরের হাজ্জ কিংবা উমরাহ্ পালন করে, এ দুটির মধ্যে প্রদক্ষিণ করলে এতে তার কোন পাপ নেই "— (সূরা আল বাকারাহ ২ঃ ১৫৮)। তুমি যা বলেছ, ব্যাপারটি যদি তদ্রপ হতো তবে বলা হতো, "এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ না করলে তার কোন পাপ নেই।"

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, এ প্রসঙ্গটি আমি আবূ বকর ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি তাতে বিস্মিত হলেন এবং বললেন, এর নামই জ্ঞান। তিনি আরও বললেন, জ্ঞানবান সমাজের অনেক লোককে বলতে শুনেছি- সাফা-মারওয়ার মাঝে তওয়াফ বর্জনকারী আরবের অধিবাসীরা বলত, এ দুই পাথরের মাঝে তৃওয়াফ (তাওয়াফ/তওয়াফ) করা জাহিলী যুগের কাজ। আর আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত, আমাদেরকে বায়তুল্লাহ তওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়েছি। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন: "সাফা-মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।"

আবূ বকর ইবনু আবদুর রহমান বলেন, আমিও মনে করি যে, উল্লেখিত দুই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৯৪৭, ইসলামীক সেন্টার ২৯৪৫)

English

'Urwa b. Zabair reported:

I said to 'A'isha, the wife of Allah's Apostle (ﷺ): I do not see any (fault) in one who does not circumambl" te between al-Safa' and al-Marwa, and I do not mind if I do not circumambulate between them, whereupon she said: O, the son of my sister, what you say is wrong. Allah's Messenger (ﷺ) observed Sa'i and so did the Muslims. So it is a Sunnah (of the Prophet). And it was a common practice (with the pagan Arabs) that those who pronounced Talbiya for the wretched al-Manat, situated at Mushalla, did not observe Sa'i between al-Safa' and al-Marwa. With the advent of Islam, we asked Allah's Apostle (ﷺ) about this practice, and (it was on this occasion) that Allah, the Exalted and Majestic, revealed this verse:" Verily al-Safa' and al-Marwa are among the Signs of Allah"; so he who performed Hajj or 'Umra it is no sin on him if he circumambulates them. And if it were as you state, (then the



wording would have been):" There is no harm for him, that he should not circumambulate round them." Zuhri said: I made a mention of that to Abu Bakr b. 'Abd al- Rahman b. al-Harith b. Hisham; he was impressed by that and said: This is what is called knowledge. And I have heard many a scholar saying: Many of the Arabs who did not circumambulate between al-Safa' and al-Marwa caid: Our circumambulation between these two hills is an act of ignorance; whereas others among the Ansar said: We have been commanded to circumambulate the House, and not Commanded to run between al-Safa' and al-Marwa. So Allah, the Exalted and Majestic, revealed thia verse:" Verily al-Safa' and al-Marwa are among the Signs of Allah." Abu Bakr b. 'Abd al-Rahman said: I think that this (verse) has been revealed for such and such (persons).

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ উরওয়াহ বিন যুবাইর (রহ.)

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন